তারিখ 22 AUG 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

সমকাল

এ কেমন স্কুল

সময়মতো আসেন না শিক্ষকরা
হয় না জাতীয় সঙ্গীত

■ খুলনা ব্যুরো

খুলনা মহানগরীর পিটিআই মোড়ে সুলতানা হামিদ আলী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশিত হয় না। হয় না অ্যাসেম্বলি ও শপথবাক্য পাঠ । প্রধান শিক্ষিকা থেকে শুরু করে অধিকাংশ সহকারী শিক্ষক সময়মতো স্কুলে আসেন না, ঠিকমতো পাঠদান করেন না। এমনকি ল্যাবের দুটি কম্পিউটার ও মডেম প্রধান শিক্ষিকা তার কক্ষে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। এ ছাড়া অনেক অভিযোগ রয়েছে প্রধান শিক্ষিকার বিরুদ্ধে।

এসব অভিযোগ ওঠার পরিপ্রেক্ষিতে গতকাল সোমবার সকাল ৯টা থেকে স্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা (মাউশি) খুলনা অঞ্চলের কর্মকর্তারা অভিযান পরিচালনা করেন। এ সময় অভিযোগগুলোর সত্যতা পাওয়া যায়। এদিন সকাল পৌনে ১০টা পর্যন্ত প্রধান শিক্ষিকা স্কুলে উপস্থিত হননি।

নিরাপত্তা প্রহরী সেলিম মুন্সী ও আয়া রানী বেগম জিজ্ঞাসাবাদে স্বীকার করেন, গত কয়েক দিন স্কুলে কোনো অ্যাসেম্বলি হয়নি। সোয়া ৯টায় প্রবেশ করেন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক এনামুল হক। অ্যাসেম্বলি না করার কারণ জানতে চাইলে তিনি হাতজোড় করে ক্ষমা চান। কম্পিউটার শিক্ষক হাবিবুর রহমান ও সহকারী শিক্ষক শরিফুল ইসলাম ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৪

এ কেমন স্কুল

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

স্বীকার করেন, প্রধান শিক্ষিকা নুরুন্নাহার বেগম সময়মতো স্কুলে না আসায় অ্যাসেম্বলি হচ্ছে না। এ ছাড়া স্কুল সময়ের আধা ঘণ্টা পর কয়েকজন শিক্ষক-শিক্ষিকা স্কুলে প্রবেশ করেন । জিজ্ঞাসাবাদে কম্পিউটার শিক্ষক হাবিবুর রহমান বলেন, বিদ্যালয়ের ল্যাবে ১১টি কম্পিউটার ও একটি ল্যাপটপ রয়েছে। প্রধান শিক্ষিকা দুটি কম্পিউটার ও মডেম ল্যাব থেকে তার কক্ষে নিয়ে তালাবদ্ধ করে রেখেছেন। ইউপিএস'ও অকেজো। এমনকি ৫ শতাধিক ছাত্রীর কাছ থেকে কম্পিউটার খাতে অর্থ নেওয়া হলেও তা মেরামত করা হয় না।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা খুলনা অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক টিএম জাকির হোসেন অভিযানকালে অভিযোগগুলোর সত্যতা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শপথ পাঠ এবং জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের বিকল্প নেই। অ্যাসেম্বলি করতেই হবে। আবহাওয়া খারাপ থাকলে প্রয়োজনে শ্রেণিকক্ষেই করতে হবে।

এ অভিযোগে স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ও সংশ্লিষ্ট অন্য শিক্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। প্রাথমিকভাবে শিক্ষক ও মনিটরিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত থানা শিক্ষা অফিসার আবদুল মোমিনকে শোকজ করা হবে বলেও জানান তিনি।

পরে স্কুল চলাকালীন নগরীর ইকবালনগর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের গেটের বিপরীতে শিক্ষাকুটির নামে একটি কোচিং সেন্টারে অভিযান চালানো হয়। সেখানে দেখা যায়, স্কুল ড্রেস পরিহিত অবস্থায় ইকবালনগর স্কুলেরই চতুর্থ থেকে সপ্তম শ্রেণির ৯৪ জনসহ শতাধিক শিক্ষার্থী ৪টি কক্ষে কোচিং করছে। এ সময় শিক্ষার্থীদের নামের তালিকা করে স্কুল সময়ে কোচিং করানোর কারণ জানতে চেয়ে তাদের অভিভাবকদের চিঠি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়।

কোচিং সেন্টারের পরিচালক সুকুমার হালদার জানান, তিনি প্রতিদিন সকাল সাড়ে ৮টা থেকে বিকেল ৩টা পর্যন্ত তৃতীয় থেকে সপ্তম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের কোচিং করান। তবে স্কুল সময়ে কোচিং খোলা না রাখার নির্দেশনা তিনি জানতেন না বলে দাবি করেন।

ইকবালনগর সরকারি মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার সরকার বলেন, শিক্ষাকুটির কোচিং সেন্টারে স্কুল সময়ে ৯৪ জন শিক্ষার্থীকে পাওয়া গেছে। স্কুলের সময়ে কোচিং করানোর কারণ জানতে চেয়ে তাদের অভিভাবকদের শোকজ নোটিশ দেওয়া হবে। সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হলে শিক্ষার্থীদের টিসি দেওয়া হবে।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং ....
স্বাক্ষর